সপ্তাহের আলোচিত নারী

নূরজাহান বেগম

● কেকা অধিকারী

সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকার সম্পাদক নূরজাহান বেগম বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকতার অগ্রদূত। পুরান ঢাকার নারিন্দার শরৎ গুপ্ত রোডের নিজ বাড়িতে তার নিকটাত্মীয়রা গত সপ্তাহে তার ৮৯তম জন্মদিনের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণার পাশাপাশি তার প্রিয়জনরা গান গেয়ে মাতিয়ে রাখেন সবাইকে। এমন কিছু অভিমত প্রকাশ করেন নূরজহান বেগম সেদিন, যাতে বহু নারীই নতুন করে আলোকিত হবেন এবং এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পাবেন। এভাবেই আবারো আলোচনায় উঠে এসেছেন তিনি।

১৯৪৭ সালে নারীদের লেখা ও ছবি দিয়ে প্রকাশিত নারীবিষয়ক বেগম পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সেই পত্রিকাটির বয়স এখন ৬৮ বছর। আজকের আধুনিকাদের কল্পনা করতে একটু কষ্টই হবে সেই প্রাচীন বাংলায় নারীদের অবস্থা কেমন ছিল। অবরোধবাসিনী সৃষ্টিশীল উৎসাহী মেয়েরা কীভাবে বেগম পত্রিকার মাধ্যমে তাদের ধ্যান-ধারণা ও স্বাধীন মত ব্যক্ত করেছিল, তা এক ইতিহাস।

হুইল চেয়ার ছাড়া এখন আর চলাফেরা করতে পারেন না নূরজাহান বেগম। দুই চোখেও তেমন একটা দেখেন না। শরীরের শক্তি কমে এলেও নূরজাহান বেগমের কণ্ঠের দৃঢ়তা একই আছে। তিনি বলেন, 'মেয়েদের আর পেছনের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। পথ এখন প্রশস্ত। আপনারা এগিয়ে চলুন। পুরুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলুন।'

বাবা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ছিলেন মাসিক সওগাত পত্রিকার সম্পাদক। বাবার কাজে সাহায্য করতে করতেই পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় হয় নূরজাহান বেগমের। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে স্নাতক পাস করেন তিনি। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে তিনি নেমে পড়েন সমাজকর্মে। তারপর সপরিবারে ঢাকায় চলে আসতে বাধ্য হন। ১৯৫২ সালে রোকনুজ্জামান খানের (দাদাভাই) সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই প্রকাশিত হয় বেগম পত্রিকা। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। আর কলেজের গণ্ডি পার না হতেই বেগমের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পান নূরজাহান বেগম। তারপর সম্পাদক।

নূরজাহান বেগম বেশ কবছর আগে বলেছিলেন, 'আমি অন্ধকার যুগে জন্মগ্রহণ করেছি। যে যুগে মেয়েদের অবরুদ্ধ করে রাখা হতো। সেই ধরনের পরিবেশে মুসলমান মেয়েরা প্রথম সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছে। হিন্দু মেয়েরাও তখন সাপ্তাহিক বের করার কথা চিন্তা করতে পারেনি। ফেলে আসা দিনগুলো অনেক কঠিন ছিল। আমরা দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করে গেছি। নারীদের শুধু আন্দোলন করলেই হবে না, উপলব্ধি করতে হবে। পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে আনতে হবে।'

এবারের জন্মদিনে সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার না থাকা এবং নারী নির্যাতন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নূরজাহান বেগম। তাই আজকের নারীসমাজই কেবল নয়, পুরুষেরও কর্তব্য হবে এই বর্ষীয়ান মহীয়সী নারীর উদ্বেগের বিষয়টিকে আমলে নিয়ে নারী নির্যাতন রোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। ■

আলোকিত নারী

কারেন আর্মস্ট্রং

● শানজিদ অর্ণব

কারেন আর্মস্ট্রং আমাদের দেশের পাঠক মহলে বেশ জনপ্রিয় নাম। তার দ্য ব্যাটল ফর গড : ফান্ডামেন্টালিজম ইন জুডাইজম, ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যান্ড ইসলাম, আ হিস্টরি অব গড, মুহাম্মদ : আ বায়োগ্রাফি অব দ্য প্রফেট, হলি ওয়ার : দ্য ক্রুসেডস অ্যান্ড দেয়ার ইমপ্যাক্ট অন টুডেজ ওয়ার্ল্ড, ইসলাম : আ শর্ট হিস্টরি প্রভৃতি তার বেস্টসেলার গ্রন্থ। ব্রিটিশ এই গবেষককে বর্তমান দুনিয়ার শীর্ষস্থানীয় একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ধর্মের ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় এখন কারেনের লেখা দুনিয়াজুড়েই পাঠক এবং গবেষকদের কাছে অপরিহার্য। কারেনের জন্ম ১৯৪০ সালে ইংল্যান্ডের ওরচেস্টারশায়ারে। ১৯৫৮ সালে ১৮ বছর বয়সে যোগ দেন নান হিসেবে। সাত বছর রোমান ক্যাথলিক নান হিসেবে কাজ করার পর ১৯৬৯ সালে তিনি তা পরিত্যাগ করেন। এরপর অক্সফোর্ড থেকে বি. লিট ডিগ্রি নেন। পড়াশোনা করেন আধুনিক সাহিত্য নিয়ে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে। সেখান থেকে একটি পাবলিক গার্লস স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে ইংরেজি বিভাগে যোগ দেন। ১৯৮২ সালে তিনি ফ্রিল্যান্স লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে সেন্ট পলের ওপর ছয় পর্বের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করতে মধ্যপ্রাচ্যে যান। তিনি জেসাস সেমিনারের একজন ফেলো, যারা খ্রিস্টধর্মের ঐতিহাসিক ভিত্তি নিয়ে কাজ করে। কারেন লিও বেক কলেজে ইহুদি ধর্মের ওপর শিক্ষকতা করেন। গার্ডিয়ানে তার অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিহাস চর্চায় কারেন বিভিন্ন মহল থেকে প্রশংসা পেয়েছেন। জেসাস আ লাইফের লেখক এ এন উইলসন এককথায় বলেছেন, 'কারেন আর্মস্ট্রং একজন জিনিয়াস।' ১৯৯৯ সালে কারেন মুসলিম পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলের মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ২০০৬ সালে অ্যাস্টন ইউনিভার্সিটি তাকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লেটার্স ডিগ্রি প্রদান করে। গত ৩ জুন ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টর অব ডিভাইনিটি প্রদান করেছে। ২০০৮ সালে পেয়েছিলেন টেড প্রাইজ। ■